MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

শ্রমিক সমাবেশ
৫ জুন
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র ● মে-জুন ২০১৫ ● পাঁচ টাকা

বৃহৎ বুর্জোয়াশক্তি নীতি আদর্শহীন ছোট কাজ করে ছোট বামশক্তি আদর্শভিত্তিক নীতিনিষ্ঠ বড় কাজ করে

বাম শক্তির পাশে দাঁড়ান, নীতি-আদর্শের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরুন

পেট্রোলবোমা ও গুলি, রাষ্ট্রীয়সন্ত্রাস ও দলীয়সন্ত্রাস এর মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়ার দ্বিতীয় রাউন্ডের তিন মাসের (জানুয়ারি–মার্চ) যুদ্ধ শেষে এক মাসের মধ্যেই তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ দখল-বেদখলের পালা শেষ হয়েছে ২৮ এপ্রিল ২০১৫। প্রথম দফায় ২০১৩ সালের সহিংস যুদ্ধের পর ৫ জানুয়ারি '১৪ ভোটারবিহীন একতরফা প্রহসনের নির্বাচনে ক্ষমতা দখলে রাখে আওয়ামী লীগ। দুই সময়কালেই জনগণ ছিল জিম্মি ও দুর্দশা কবলিত। বুর্জোয়া রাজনীতি এখন নীতি বিসর্জন দিয়ে কখনও রাজকীয়, রাজত্রাস-সন্ত্রাস কখনও রাজকীয় রাজ চালাকি-চতুরতার পথ নিয়েছে। যে কারণে সাধারণ জনগণ কখনও বোমার আগুণে দগ্ধ হচ্ছে, গুলিতে ক্রসফায়ারে প্রাণ হারাচ্ছে, আবার কখনও টাকা-পেশিশক্তির ও ভোটের ভেলকিবাজি দেখার দর্শকে পরিণত হচ্ছে। একবার মানুষ মরছে তো আরেকবার মনুষ্যত্ব মরছে। একদল টাকার বস্তা খুলে ভোট ব্যাটালিয়ন তৈরি, ভোট সজ্জা সানাই বাজানো ও ভোটার দরদাম করছে; আরেক দল ভোট কেনা বেচার খোলা বাজারে টাকা খেয়ে ঈমান রক্ষার উপদেশ দিচ্ছে। এরা পরস্পর বিরোধী বাকবিতণ্ডা, খারাপের চেয়ে বেশি খারাপের তুলনামূলক ও সুবিধাজনক পরিসংখ্যানগত তর্ক-বিতর্কের ধূম্রজালে জনজীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোকে আড়াল কিংবা ঝাপসা করে দিয়ে নিজেদের মূর্তি-ভাবমূর্তি খাড়া রাখতে সদা তৎপর রয়েছে। জনগণকে দ্বি-মেরুতে ভাগ করে নিজেদের কোলে টানতে পারাকেই তারা রাজনৈতিক সাংগঠনিক সাফল্যের মানদণ্ড করে নিয়েছে। তা যেভাবেই হোক সঠিক কিংবা বেঠিক, ন্যায় কি অন্যায়, নীতি না দুর্নীতি তা বিবেচ্য নয়। সামন্ত যুগে রাজা বাদশাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণি যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল তখন তারা সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নারীমুক্তি ইত্যাদির জয়গান করেছিল। মনীষী কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে নানা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন যে, ক্ষমতাসীন হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের যে পাটাতনের ওপর শাসনদণ্ড স্থাপন করেছে তা দিনে দিনে জনগণের ক্ষমতায়নের বদলে শ্রমজীবী সাধারণ জনগণকে ক্ষমতাহীন করে তুলবে।

ধনী দরিদ্রের বৈষম্যবৃদ্ধির তালে তালে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য ও কল্যাণে, জনমতের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের শাসন অর্থহীন হয়ে পড়বে। মানবিক মূল্যবোধ ও মানবজাতির বহু অর্জন বিসর্জনে যাবে। আজ আমরা যা খোলা চোখে দেখছি। আধুনিক সভ্যতার দাবি যেদিন থেকে মানুষ করে আসছে, তখন থেকেই সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে জনগণের কিছু অধিকার যা মৌলিক।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অবৈধ অভিবাসী (!) না অমানবিক মানব 'দাস' পাচার

বাংলাদেশ কদিন পর পর বিশ্বসংবাদের শিরোনাম হয়ে ওঠে। দেশের শাসকরা অনেক চেষ্টা করেও তা আড়াল করতে পারে না। শাসকরা প্রচার করছে দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু প্রচার করে না দেশে বৈষম্য কত বেড়েছে, বেকারত্বের যন্ত্রণা কী ভয়াবহ। একবার ভাবুন তো, কতখানি দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হাজার হাজার যুবক জীবনের মায়া ত্যাগ করে হলেও জীবিকার সন্ধানে দুর্গম পাহাড়, তপ্ত মরুভূমি বা উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে অচেনা অজানা দেশে পাড়ি জমাতে চায়। আইএলও তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর ১৫৭টি দেশে ৮৩ লাখ ৭ হাজার ৭৪৯ জন শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। কারণ গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৬ লাখ শ্রমিক কাজের সন্ধানে বিদেশে যায়। এর বাইরেও প্রায় ২০ লাখ মানুষ অবৈধভাবে আছে বলে ধারণা করা হয়। এরা বৈধ পথে দেশে ১৫ বিলিয়ন ডলার পাঠায়, অবৈধভাবে আরও ১০ বিলিয়ন ডলার আসে। তাদের পাঠানো টাকায় দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো হয়। ঘাটতিপূরণ হয় এবং উদ্বৃত্ত হয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে। (২য় পৃ:

জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও প্রহসনের সিটি নির্বাচনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশে অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবির উদ্যোগে ৬ মে '১৫ বিকেলে সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও প্রহসনের সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল কদম ফোয়ারা, তোপখানা রোড হয়ে পল্টন গিয়ে শেষ হয়।

বাসদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবির সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কাফি রতন ও বাসদ নগর কমিটির সদস্য শম্পা বসু। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধানের বাম্পার ফলন কৃষকের সর্বনাশ–সরকারের তৃপ্তির ঢেকুর

বোরো ধানের মৌসুম শেষ হওয়ার পথে। বেশিরভাগ জমির ধান কাটা ও মাড়াই প্রায় শেষ। মাঠের সোনালী ধান কাটার পর কৃষকের গোলা পূর্ণ হওয়ার কথা, উঠান ভরে থাকার কথা খড় দিয়ে। কৃষক-কৃষাণীর কত ব্যস্ততা ধান মাড়াই, শুকানো কাজে। এ পরিশ্রম তার মুখে হাসি আর মনে আনন্দ আনার কথা কিন্তু এখন পরিশ্রমের সাথে কৃষকের মনে বিষন্নতা, মাথায় চিন্তার বোঝা। ধান কাটা ফাঁকা মাঠের মতো তার মনটাও ফাঁকা। ধান বিক্রির টাকায় ঋণশোধ, পাওনাদারের দেনা শোধ, সংসারের খরচ, ছেলেমেয়ের বায়না মেটানো তো দূরের কথা উৎপাদন খরচও উঠবে না।

কৃষকের মুখে হাসি না থাকলেও বাম্পার ফলন নিয়ে সরকারের সাফল্যের কৃতিত্ব ও বাগাড়ম্বরের শেষ নেই। অথচ সারা দেশের চিত্র কী? ধান এখন বিক্রি হচ্ছে ৪০০-৫০০ টাকা মণ দরে। প্রায় ৪ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম, টাকা খরচ করে কৃষক ঘাম ঝরানো ধান বিক্রি করতে এসে চোখের জল ও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। দোষ দিচ্ছে কপালের। কিন্তু একি শুধু কপালের লিখন নাকি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, লুটপাট ও অব্যবস্থাপনা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

বোরো ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে

বাংলাদেশে ধানের মৌসুম তিনটি। আউশ, আমন ও বোরো। খাদ্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে ক্রমাগত বোরো ধানের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মোট ধান উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মতে এবছর বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর জমি। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে ৪৮ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে। ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৮৯ লাখ টন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় উৎপাদন হবে প্রায় ২ কোটি টন।

এই বর্ধিত উৎপাদন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্য হিসাব করলে দেখা যাবে কৃষকের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে গেল।

(৪র্থ পৃ: দেখুন)

বাম শক্তির পাশে দাঁড়ান, নীতি-আদর্শের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরুন

(১ম পৃষ্ঠার পর) যেমন, অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান ও কাজ। আরও কিছু অধিকার আছে, যা গণতান্ত্রিক অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ হওয়া, প্রতিকারের জন্য বাঁধামুক্ত পরিবেশে নিজেরা আন্দোলিত হওয়া ও জনগণকে আন্দোলিত করা। শাসন ও সেবাকার্য পরিচালনার জন্য আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, টাকা, পেশিশক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব ও প্রতিপত্তিমুক্ত পরিবেশে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রয়োগেই কেবলমাত্র জনগণের ক্ষমতা চর্চা বা গণতান্ত্রিক শাসন সম্ভব।

কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণ ও বৈষম্যের সমাজে গণতন্ত্র বাস্তবে জনগণের উপর বুর্জোয়া শোষণতন্ত্রে অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহণ করলো। এর বাইরে তাই ধারণা এসেছিল যে, শোষণমুক্ত একটা সমাজ পাটাতনে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজেই বাস্তবে শোষিত মানুষের তথা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল শাসন সম্ভব। যাকে বলা হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিন প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বলেছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণি এখন গণতন্ত্রের জন্য যে নির্বাচন করে তা জনগণের ক্ষমতায়ন কিংবা জনগণের প্রকৃত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য করেনা। কয়েক বছর পর পর বুর্জোয়াশ্রেণির কোন অংশ জনগণের উপর শোষণ চালাবে তার অনুমোদন জনগণের নামে প্রদর্শন ও লাভের জন্য করে। এভাবে শোষকশ্রেণি নিজেদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে। উন্নত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশে এ শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকেই তারা গণতন্ত্রের মহাসাফল্য বলে প্রচার করে। সাদা চোখে দেখলে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণি লেনিন বর্ণিত সে ব্যবস্থাও রক্ষা করতে পারছে না। স্বচ্ছ নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতাহস্তান্তর এবং জনগণের অবিতর্কিত অনুমোদন সবটাই তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

যে প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরপেক্ষতার পোশাক পরে বুর্জোয়াদের গড় শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করে সেগুলোকে সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিকৃত, বিধ্বস্ত ও মলিন করে ফেলা হয়েছে। এগুলোর উপর জনগণের আস্থা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। নির্বাচন কমিশনকে ভোট বিতরণের কমিশনে পরিণত করা হয়েছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার নামে ক্ষমতাসীনদের শাসনদণ্ডের ওপর তাকে স্থাপন করা হয়েছে। পার্লামেন্টকে ব্যবসায়ীদের ক্লাবে পরিণত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের নামে–বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কাউন্সিল ইত্যাদিকে সরকারের অধিদপ্তরের জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যে কারণে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত মেয়রও সরকারের ইচ্ছায় বরখাস্ত হয়ে যেতে পারে।

এরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছে। কিছু লোক এত দ্রুত অভাবনীয় সম্পদের মালিক বনে যাচ্ছে যে, সম্পদহারা মানুষের মাথায় গড় হিসাব বসিয়ে তাকে জাতীয় উন্নতি বলে চালাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ডানা মেলে আকাশে উড়াল দিচ্ছে বলে যখন বগল বাজানো হচ্ছে তখনই অভাবের তাড়নায় জীবনের শেষ ধাপের ঝুঁকি নিয়ে ভাগ্য ফেরাতে গিয়ে শত সহস্র মানুষ সাগরে ভাসছে, বিদেশে গণকবরে লাশ হচ্ছে, জেল খাটছে। অথচ তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশিয় শাসকদের ঠাঁটবাট চলছে। ওরা বেঁচে-মরে টাকা দেশে পাঠায় আর শাসকশ্রেণিভুক্ত লুটেরাগোষ্ঠী বিদেশে চোরাপথে টাকা পাচার করে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বাড়িঘর তৈরি করে।

একদল ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি লুট করে। সেই টাকা উদ্ধার না করে রাষ্ট্র জনগণের পকেটকাটা পয়সা দিয়ে তার ভর্তুকি যোগান দেয়। নীতিকে অবজ্ঞা করা, আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করা, দুর্নীতি-দুঃশাসনকে সয়ে চলা, চলতি হাওয়ায় গা-ভাসানোকে উৎসাহিত করা, ইত্যাদি যেভাবে চলছে তা দুর্বৃত্তায়িত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকে কেবল দীর্ঘায়িত করার পথ করে দিচ্ছে। যদিও একথা আজ পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান যে, বুর্জোয়াশ্রেণির দলসমূহ দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসন-প্রশাসন সম্ভব নয়। লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। এদের শাসনে জনহিতকর দু-একটি কাজ কিংবা ঝুলে থাকা কিছু সমস্যা সমাধান করা কী সম্ভব হচ্ছে না? হচ্ছে। কিন্তু তা যে সহস্র জনস্বার্থ বিরোধী কাজকে জায়েজ করার পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বুঝারও সময় এসেছে।

বামপন্থিরা দৃশ্যমান নয়, তাই গ্রহণযোগ্য নয়–এই যুক্তি অন্যায়ের শক্তিকে বাঁধাহীন করার সাহস যোগাচ্ছে। নারী লাঞ্ছিত হলে, জাতীয় সম্পদ লুট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে, শ্রমিক কর্মচারিদের জীবিকা ও অধিকারের উপর হাত পড়লে, শিক্ষা- স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার তাগিদ দেখা দিলে এই বামপন্থিরাই তো এগিয়ে আসে, প্রতিরোধ করে, ন্যায়-নীতির ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এবং বর্তমান বাস্তবতায় তা দৃশ্যমান। এখানে বড় বুর্জোয়া শক্তি আদর্শহীন নীতিবর্জিত ছোট কাজ করে, ছোট বাম শক্তি আদর্শপুষ্ট নীতিনিষ্ঠ বড় কাজ করে। তাই বড় কাজের শক্তিকে বড় হতে সহযোগিতা করুন। নীতি-আদর্শের ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরুন। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার আলোকে ভবিষ্যতের স্বপ্নকে উজ্জ্বল করতে এগিয়ে আসুন।

অবৈধ অভিবাসী (!) না মানব পাচার

দেখুন)

(১ম পৃষ্ঠার পর) কিন্তু এই মানুষগুলো কীভাবে বাস করে, কত রকম হয়রানীর শিকার হয়, কীভাবে জীবন হারায় তার চিত্র কেউ জানে না। কোন গহীন বনে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে প্রিয়জনের কথা মনে করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, মা-বাবা, ভাই-বোন বা স্ত্রী-সন্তানের স্নেহ-ভালোবাসার পরিবর্তে নিষ্ঠুর আচরণ ও নির্দয় অবহেলায় তাদের জীবনাবসান হয় কেউ জানে না। গত কয়েক সপ্তাহজুড়ে গণমাধ্যমগুলোতে যে সব খবর আসছে, তাতে কোন মানুষ বিচলিত না হয়ে পারে না। আবিষ্কার হচ্ছে বাঙালির গণকবর, নরকঙ্কাল, মাঝ সমুদ্রে ভাসছে হাজার হাজার মানুষ। তাদের মধ্যে নারী- শিশু, যুবক-মাঝবয়সী কে নেই? কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ বিতাড়িত, কেউ প্রলোভনে আর কেউ প্রতারিত হয়ে এখন মাঝ সমুদ্রে। পানি নেই, খাবার নেই, দালালরা পালিয়েছে এমনকি নৌকা ফেলে মাঝিও পালিয়েছে। মালয়েশিয়ান পুলিশ, নৌবাহিনী তাড়া করছে; থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াও তাই করছে। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু ভাগ্যবান (!) যাদের আশ্রয় হয়েছে হাসপাতালে বা জেলখানায় তাদের মুখ থেকে যা শোনা যাচ্ছে তা গা শিউরে ওঠারমতো। কিন্তু এদের তো খবর পাওয়া গেল, যারা পাচারকারীদের নির্যাতনে মারা গেছে, টাকার জন্য যাদের কিডনী কেটে মেরে ফেলা হয়েছে, মুক্তিপণের টাকা যারা দিতে পারেনি, তাদের গণকবর আবিষ্কার করেছে থাই পুলিশ। সেই সব অভাগাদের খবর কেউ কখনও জানবে না। পাশের গ্রামের দালালের হাতে লাখ টাকা দিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য গ্রাম ছেড়েছিল যে যুবক তার মায়ের অপেক্ষার অবসান কখনও হবে না। এদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের, কক্সবাজারের, বরিশাল, ভোলা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট কোন এলাকার লোক নেই? অভিবাসন ও মানব পাচার বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটিং মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট বা রামরু'র মতে ২০১৪ সালে পাচারের সময় বাংলাদেশিদের মধ্যে ৫৪০ জন মারা গেছেন।

পাচারকারীদের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে আসা বা উদ্ধার পাওয়া লোকজন বলেছে মুক্তিপণের দাবিতে নির্যাতন নির্মমতার কথা। নির্মম নির্যাতন, মৃত্যুভয়, কিডনী কেটে নেবার কথা মোবাইলে শুনিয়ে নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে টাকা আদায় করার পর তাদেরকে পৌঁছানো হয়েছে মালয়েশিয়ায়। দীর্ঘ সমুদ্র পথে চলেছে নির্যাতন। অসুস্থ্যদের সমুদ্রে ফেলে দেয়া, নারীদের লাঞ্ছনার কথা বলেছে তারা। এই সব হতভাগাদের পরিচয় কি? এদেরকে বলা হচ্ছে অবৈধ অভিবাসী। এদেরকে কেউ চেনে না। কতখানি দায়িত্বহীন হলে রাষ্ট্রের মন্ত্রীও বলতে পারেন, অবৈধদের ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। এরা তীরে উঠে পড়তে পারলে স্বল্প মজুরিতে এদের কাজে লাগানো হয় মালয়েশিয়ার খামার বা নির্মাণ ক্ষেত্রে, থাইল্যান্ডের মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায়, খামারে, ইন্দোনেশিয়ার বাগানে। এদের শ্রম শোষণ করে মুনাফা হতো মালিকের, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে যুক্ত হতো এদের পাঠানো টাকা। অভাবী সংসারেও একটু স্বচ্ছলতার ছোঁয়া লাগতো। সরকার উচ্ছ্বসিত হতেন, মন্ত্রীরা সাফল্যের কৃতিত্ব নিতেন। তখন প্রশ্ন উঠতো না টাকাটা যারা পাঠিয়েছেন তারা বৈধ না অবৈধ। আর এখন? পিছনে উত্তাল সমুদ্র, নৌকায় পানি-খাবার নেই, তীরে বন্দুক উঁচিয়ে আছে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার পুলিশ। এই সব ভাসমান নৌকায় বেশিরভাগই নাকি বাঙালি সন্তান। গণমাধ্যমে পাঠানো স্থির চিত্র বা ভিডিও ফুটেজে যাদের খালি গায়ে, গেঞ্জি পরিহিত শুকনো মুখের, হাড্ডিসার ছবি ভেসে উঠছে তারাতো আমাদের স্বজন। তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন'রা এদেশের কৃষক-শ্রমিক। এরা কিভাবে সমুদ্রগামী ট্রলারে উঠলো আমাদের এত সব সংস্থা, তারা কেউ জানলো না। একজন দুজন নয়–জাতিসংঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাই কমিশনের (ইউএনএইচসিআর) বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগর দিয়ে অবৈধভাবে গেছেন ৫৩ হাজার লোক। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার। এত হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে জাতিসংঘ জানে আর বাংলাদেশের সরকার কী জানে না?

পত্রিকায় খবর এসেছে গত এক বছরে মানব পাচার বেড়েছে ৬১ শতাংশ। মানব পাচারের ৬০টি স্থান চিহ্নিত হয়েছে। ৪১টি জেলা থেকে ৩০০ জন দালালের মাধ্যমে মানব পাচার হচ্ছে। কক্সবাজার সদর উপজেলার ৯টি, মহেশখালীর ৪টি, উখিয়ার ৬টি, টেকনাফের ১৭ টি, চকরিয়ার ২টি, পেকুয়ার ২টি, চট্টগ্রাম জেলার ৫টি এবং চট্টগ্রাম নগরের ৩টি পয়েন্ট দিয়ে ট্রলারে করে মানুষ পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে পুলিশের কাছে তথ্য আছে। ২০ থেকে ২৫টি সিন্ডিকেট আছে একাজের সাথে যুক্ত, তাদের গডফাদার হিসাবে এমপি'র নামও পত্রিকায় এসেছে। ইতিমধ্যে ৭৯ জন মানব পাচারকারীর নামের তালিকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীই তৈরি করেছে। এ তালিকা নাকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানোও হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক খবর হলো ২৪ জন পুলিশ কর্মকর্তার নামও এসেছে যারা মানব পাচারে সহযোগিতা করছে। এই সব দুর্ভাগা মানুষদের নিয়ে বাণিজ্য করে কিছু মানুষ ভাগ্যবান হয়ে উঠছে! চাকরির দায়িত্ব, কর্তব্য নয়–পাচার ব্যবসাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে পুলিশ, বর্ডার গার্ড, কোস্ট গার্ড, এলিট ফোর্স, র‍্যাব থাকতেও বছরের পর বছর এই অমানবিক ব্যবসা চলে আসছে।

ইউএনডিপি'র তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সী প্রায় ৩ লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার, নারী ও শিশুকল্যাণ সংগঠনের গবেষণা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় গত তিন দশকে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ পাচার হয়েছে। পাচারকৃত বাংলাদেশি নারীদের বিভিন্ন পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়া, পর্নো, চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবহার করা, গৃহস্থালি কাজে লাগানো এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিক্রি করার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দেশে মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২ থাকলেও তার প্রয়োগ যথাযথ নয়। ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার থানাগুলোতে মানব পাচার সংক্রান্ত ৩০৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ১৫৩১ জন আসামির মধ্যে ৪৭৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃতদের অনেকেই আদালত থেকে জামিন নিয়ে আবার পাচারের কাজে জড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ক্রসফায়ারেও কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পত্রিকায় এসেছে। কিন্তু মানব পাচারের মূলহোতারা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাচ্ছে। পাচারের মূলকারণ দারিদ্র, স্বল্পশিক্ষা, বেকারত্ব দূর না করে এবং এই অমানবিক জঘন্য ব্যবসায় নিয়োজিতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করলে মানব পাচার সত্যিকারভাবে বন্ধ করা যাবে না।

মানব পাচারের এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনাগুলো আবার প্রমাণ করলো শাসকগোষ্ঠী উন্নয়নের যে ফিরিস্তি দেয়, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান দেয়, দেশবাসীর কাছে যে স্বপ্ন ফেরি করে তা কত প্রতারণাপূর্ণ। বৈষম্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে মানব পাচার তার একটি দৃষ্টান্ত।

একদল সুবিধাভোগী লুটপাটকারী বিদেশে বাড়ি কিনে সেকেন্ড হোম বানায় আর যাদের শ্রম-ঘামে দেশ চলে তাদের সন্তানরা নিজের বাড়িঘর ছেড়ে কাজের আশায় মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে। তারা ভাসতে থাকে সমুদ্রে, শেষ ঠিকানা হয় উত্তাল সাগরের তলদেশে, হাঙ্গর-মাছের পেটে বা গভীর বনের গণকবরে।

'উন্নয়নের চমকে বিভ্রান্ত না হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করুন

ফরিদগঞ্জের জনসভায় কমরেড খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান বলেছেন, উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে আর চমকে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজেদের বঞ্চনার দিকে লক্ষ্য করুন, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করুন। ১৯ মে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার ওয়াপদা মাঠের জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, সরকার একদিকে বলছে মাথাপিছু আয় বেড়ে আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি তখন বাংলাদেশের হাজার হাজার বেকার যুবক কাজের সন্ধানে মালয়েশিয়া যেতে গিয়ে দালালদের খপ্পরে পড়ে উত্তাল সমুদ্রে অসহায়ের মতো ভাসছে। এক টুকরা খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে শতাধিক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের মাটিতে তাদের শেষ ঠিকানাও হোল না।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ ফরিদগঞ্জ উপজেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় হারুন-অর-রশীদের সভাপতিত্বে আরও বক্তৃতা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ চাঁদপুর জেলার সমন্বয়ক শাহাজাহান তালুকদার, ফরিদগঞ্জ উপজেলার সদস্য সচিব নজরুল ইসলাম।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ধান ফলিয়ে কৃষক দাম পায় না, ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পায় না, দেশে কাজ নাই বলে যুবকরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, গ্রাম থেকে চলে যাচ্ছে শহরে আর সরকার

১৯ মে মঙ্গলবার চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার ওয়াপদা মাঠে বাসদ এর জনসভার একাংশ

বলছে উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নতি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের । ৪ লেন মহাসড়ক, উড়াল সেতু, বিশাল বিশাল সেতু আকাশচুম্বি ভবন সবই হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় এসব হলেও সাধারণ অধিকার কোথায়? বিদেশি শোষক তাড়িয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যা আমরা অর্জন করেছিলাম আজ দেশি লুটপাটের কবলে পড়ে তার সব হারিয়েছি। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, হাসপাতাল হয়েছে কিন্তু টাকা ছাড়া শিক্ষা চিকিৎসা কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়। এই লুটপাটকারীদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য তো আমরা জীবনবাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধ করি নাই। আমরা লড়েছিলাম সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আজ ভোটের অধিকার নাই, খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা সবই টাকাওয়ালাদের অধিকারে। তিনি আসন্ন বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানান। ধানের সংগ্রহ মূল্য ১০০০ টাকা, শ্রমজীবীদের ন্যূনতম মজুরি ১৩০০০ টাকা, গ্রাম শহরে রেশন ব্যবস্থা চালু করার দাবি করেন। প্রহসনের নির্বাচনের পরিবর্তে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন দাবি করেন। যুব সমাজকে ক্ষমতা দখলের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠী তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। শাসকদের প্রশ্রয়েই একদিকে মাদক অন্যদিকে মৌলবাদের প্রসার হচ্ছে বলে তিনি উন্নত মূল্যবোধ গড়ে তুলতে বুর্জোয়া রাজনীতিকে প্রত্যাখান করার দাবি জানান। তিনি বলেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছে কিন্তু ফল ভোগ করছে ধনিকশ্রেণি। আজও দেশকে রক্ষা করছে শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু লুট করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে ধনিকশ্রেণি। ওরা শোষণ করে মানুষকে নিঃস্ব করে আর উচ্ছিষ্ট দিয়ে সান্তনা দেয়। আজ যদি দেশের অর্থনীতির সুষম বিকাশ ঘটাতে হয়, যদি নৈতিকতার জাগরণ ঘটাতে হয় তাহলে এই লুণ্ঠন-শোষণ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। শ্রমজীবী মানুষই এক্ষেত্রে দেশের একমাত্র ভরসা।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ-উন্নয়ন বাজেটের ৪০ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ করা, হাটে হাটে ক্রয় কেন্দ্র খুলে ধান কেনা, গ্রামীণ রেশন চালু করাসহ কৃষকদের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশ হামলা-গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ বাসদ-সিপিবি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এক বিবৃতিতে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারীর ওপর যৌন নিপীড়কদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১০ মে অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়নের ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের হামলায় সংগঠনের সভাপতি হাসান তারেকসহ ৩০ জন ছাত্র আহত ও ৬ জন কে গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে পুলিশের সামনেই নির্যাতনকারীরা নারীদের ওপর পৈশাচিক যৌন হামলা চালিয়েছিল। সচেতন মানুষ নিপীড়কদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সরকার কিছুই করেনি। উপরন্তু সরকারের পেটোয়া পুলিশ বাহিনী আন্দোলনকারীদের ওপর বর্বর হামলা চালিয়েছে। যেসব ছাত্ররা নিপীড়কদের কবল থেকে নির্যাতিত নারীদের রক্ষা করেছিলেন, তারাই আজ পুলিশের হামলার শিকার হয়েছেন। সরকার এই হামলার মধ্যদিয়ে প্রমাণ করলো তারা নিপীড়কের পক্ষে এবং নির্যাতিত নারীর বিপক্ষে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকারের ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লাগামহীভাবে বেড়েই চলেছে, তারা কোন প্রতিবাদই আর সহ্য করতে পারছে না। হামলা করে, নির্যাতন করে আন্দোলন দমন করতে চাইছে। গণদাবিকে অগ্রাহ্য করে, নির্যাতনের পথে গিয়ে কোন সরকারই বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। হামলা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আটককৃত ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের পাশে বাসদ-সিপিবি নেতৃবৃন্দ

বাসদ-সিপিবির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ১০ মে দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে দেখতে যান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজ্জাদ জহির চন্দন, আহসান হাবিব লাবলু, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কাফি রতন, ডা. সাজেদুল হক রুবেল, জলি তালুকদার প্রমুখ।

মিরতিংগা চা বাগান শাখার কাউন্সিল

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মিরতিংগা চা বাগান (কমলগঞ্জ–মৌলভীবাজার) শাখার কাউন্সিল ৮ মে '১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বাসদ শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার সমন্বয়ক আবুল হাসান, ছাত্র ফ্রন্ট মৌলভীবাজার জেলা শাখার আহবায়ক মিটন দেবনাথ। কাউন্সিলে রুহিত কুমার পাল কে আহবায়ক ও অতুল গঞ্জু কে সদস্য সচিব করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার কাউন্সিল ৪ মে '১৫ সকাল ১১ টায় শ্রীমঙ্গল প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার সংগঠক দেবপ্রিয় দত্ত দ্বীপ এর সভাপতিত্বে কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বাসদ শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার সমন্বয়ক আবুল হাসান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সহসভাপতি রাহাত আহমেদ, মৌলভীবাজার জেলা আহবায়ক মিটন দেবনাথ। কাউন্সিলে দেবপ্রিয় দত্ত দ্বীপ কে সভাপতি ও মাহমুদা আক্তার পপি কে সাধারণ সম্পাদক, রাজেস বোনার্জী কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়।

পাল্টা আঘাত কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার নিন্দা
অবিলম্বে দোষী পুলিশের বিচার চাই

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব রুমন এক যুক্ত বিবৃতিতে ১০ মে 'পাল্টা আঘাত' এর কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা, নির্যাতন এবং গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পহেলা বৈশাখ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নারী লাঞ্ছনাকারীদের এখনও গ্রেফতার ও বিচার করা হয়নি। উপরোন্তু গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্মম পুলিশি হামলা ও নির্যাতন প্রমাণকরে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা নারী লাঞ্ছনাকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলাকারী পুলিশের শাস্তি দাবি করেন এবং বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নারী লাঞ্ছনাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

নেবৃবৃন্দ হামলায় আহত ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের চিকিৎসার সকল দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নেয়ার আহ্বান জানান। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এককভাবে ও অপরাপর বামপন্থি ছাত্র সংগঠনকে সাথে নিয়ে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটসহ নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

পহেলা বৈশাখে নারী নিপীড়নের ঘটনার প্রতিবাদ এবং দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে সারাদেশে পালিত কর্মসূচি

গাইবান্ধা : সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ এপ্রিল '১৫ শহরের আসাদুজ্জামান মার্কেটের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, জেলা বাসদ সমন্বয়ক গোলাম রব্বানী, মহিলা ফোরামের ইসরাত জাহান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শওকত মাহমুদ, আরিফুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান, দেবী রাণী প্রমুখ।

মৌলভীবাজার : ৩০ এপ্রিল '১৫ বিকাল ৪ টায় মৌলভীবাজার পৌরপার্কে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মৌলভীবাজার জেলা শাখার উদ্যোগে গণআবস্থান ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, বাসদ মৌলভীবাজার জেলা আহবায়ক অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার সমন্বয়ক আবুল হাসান, ছাত্র ফ্রন্ট এর মিটন দেবনাথ, উদীচী জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাফিজ চৌধুরী ইমু, সপ্তস্বর সংগীত একাডেমির প্রদীপ নাহা, ছাত্র ফ্রন্ট এর রায়হান আনছারী, বিপাশা দাশগুপ্ত, রেহনোমা রুবাইয়াত ও শিল্পা রায়। একই দাবিতে রংপুর, সিলেট, নওগাঁ, বগুড়া, কুষ্টিয় বরিশাল জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়। সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

কমরেড আবু জাহিদ লাল সালাম

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বিএল কলেজ কমিটির সাবেক আহবায়ক আবু জাহিদ গত ২৫ এপ্রিল '১৫ রাত প্রায় ১১:৪৫ টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব রুমন এক বিবৃতিতে কমরেড আবু জাহিদ এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শরীয়ত পুরেরজাজিরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য '৯০র দশকে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড হারুনুর রশীদ লাল সালাম

গত ১৭ মে রাত ১২:৩০ টায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পটিয়া উপজেলা কমিটির সাবেক সভাপতি কমরেড হারুনুর রশীদ মৃত্যুবরণ করেন। কমরেড হারুনুর রশীদ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় বাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্র ফ্রন্ট গড়ে তোলার সংগ্রাম, সর্বজনীন শিক্ষার দাবিতে গড়ে উঠা আন্দোলন এবং স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পটিয়া উপজেলার ছাত্র ফ্রন্ট রজতজয়ন্তী কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি স্থানীয় কালারপোল মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।

উল্লেখ্য হারুনুর রশীদ পটিয়ায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব রুমন–বাসদ পটিয়া উপজেলা আহ্বায়ক স.ম ইউনুছ এক বিবৃতিতে কমরেড আবু জাহিদ এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প ও গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত 'সুন্দরবনধ্বংসী প্রকল্প ও গ্যাস নিয়ে চুক্তি : সরকারের অপতৎপরতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা সুন্দরবন ধ্বংসী প্রকল্প ও গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

সভায় সুন্দরবন সংলগ্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন ভূমিগ্রাসী তৎপরতা বন্ধ করে সুন্দরবন এবং গ্যাস সম্পদসহ খনিজ সম্পদ বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার অপতৎপরতা বন্ধ করে বাপেক্স-পেট্রোবাংলাকে সুযোগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আগামী ২১ মে দেশব্যাপী দাবি দিবসের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১৬ মে '১৫ সকাল ১১টায় ২ কমরেড মণি সিংহ রোডস্থ মুক্তি ভবনের প্রগতি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ, প্রকৌশলী বি ডি রহমতউল্লাহ, অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, প্রকৌশলী মওদুদুর রহমান, টিপু বিশ্বাস, বজলুর রশীদ ফিরোজ, রুহিন হোসেন প্রিন্স, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, আব্দুস সাত্তার, সামছুল আলম, ফিরোজ আহমেদ, মোফাজ্জেল হোসেন মোস্তাক, আজিজুর রহমান, মাহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন বিশেষজ্ঞ মতামত এবং জনমত উপেক্ষা করে সরকার সুন্দরবনধ্বংসী বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এনটিপিসির রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প ছাড়াও ওরিয়ন বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিমেন্ট কারখানা, সাইলো, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পসহ ভূমিগ্রাসের নানা তৎপরতা সুন্দরবনের জন্য একের পর এক বিপদ তৈরি করছে। সম্প্রতি একাধিক জাহাজ ডুবির স্মৃতি এই সংকেত দিচ্ছে যে, সুন্দরবন রক্ষা করতে গেলে বাণিজ্যিক সব প্রকল্প ও পরিবহন বন্ধ করতে হবে।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের সবচাইতে সম্ভাবনাময় গ্যাস সম্পদ নিয়ে এমন সব তৎপরতা চলছে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি নির্মাণ সংকটপন্ন হয়ে যাচ্ছে। বাপেক্সকে যথাযথ কাজের সুযোগ না দিয়ে বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্থল ও সমুদ্রভাগের বিভিন্ন গ্যাস ব্লক।

বক্তারা বলেন, ১ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী 'স্থলভাগের কোনো গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হবে না' এই অঙ্গীকার করলেও সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরেও উৎপাদন অংশীদারী চুক্তি সংশোধন করা হচ্ছে এমনভাবে যাতে এই গ্যাসের ক্রয় দাম যা দাড়াবে তা আমদানি করা গ্যাসের চাইতে বেশি হবে।

বক্তারা সরকারের এই অপতৎপরতা প্রতিরোধ করে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আন্দোলন বেগবান করতে সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

ধানের বাম্পার ফলন
কৃষকের মুখে হাসি নাই–সরকারের তৃপ্তির ঢেকুর

ধানের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে রাস্তায় ধান ফেলে রাজশাহী-নওগাঁ সড়ক অবরোধ করে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোরো ধানের উৎপাদন খরচ কত?

বোরো ধান–সেচ, সার ও কীটনাশক নির্ভর ধান। এর জন্য প্রয়োজন নিবিড় পরিচর্যা ও আর্থিক খরচ। এক সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, বীজতলা তৈরি, চারা লাগানো, নিড়ানি দেয়া, ধান কাটা মাড়াইসহ ঘরে তোলা পর্যন্ত ১ বিঘা জমিতে কৃষি মজুর লাগে ২৫ জন। বীজের দাম, সারের দাম, চাষের খরচ, তিনবার সেচ দেয়া, দুইবার কীটনাশক প্রয়োগ করা ও জমির ভাড়াসহ (বা খাজনা) ১ বিঘা জমিতে ধান চাষে খরচ পড়ে প্রায় ১৬,৫০০ টাকা। ১ বিঘা জমিতে গড়ে ফলন হয় ১৮ থেকে ২০ মণ ধান। ফলে কৃষকের নিজের শ্রম হিসেবে না ধরলেও প্রতিমণ ধানের উৎপাদন খরচ ৮০০ টাকা। সরকারের পক্ষ থেকেও ধানের সংগ্রহমূল্য মণ প্রতি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৮০ টাকা। কৃষক সংগঠনগুলো দাবি করেছে ৪ মাসের বিনিয়োগ, উৎপাদনের সাথে ন্যূনতম ৩০% লাভ হিসেব করলে ধানের দাম হওয়া উচিৎ ১০০০ টাকা। ১০০০ টাকা মণ তো দূরেরকথা এখন মণ প্রতি ৫০০ টাকা পাওয়াও কৃষকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

এখন নতুন একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আমদানিকৃত গমের দাম পড়ছে কেজি প্রতি ১৮-২০ টাকা। সরকার গমের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করেছে ২৮ টাকা। এ বছর দেড় লাখ টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে গম সরবরাহ করার জন্য ক্ষমতাশীন দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা, যা কখনও কখনও সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। কৃষক মরছে উৎপাদান খরচ না পেয়ে কিন্তু এই ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো।

সরকার ধান ক্রয়ের জন্য প্রতি কেজির মূল্য নির্ধারণ করেছে ২২ টাকা বা মণ প্রতি ৮৮০ টাকা। সরকার কাগজে কলমে ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা ১ লাখ টন ধান ও ১০ লাখ টন চাল সংগ্রহ করবে। এবছর ক্রয় কেন্দ্রগুলো এখনও ধান ক্রয় শুরুই করেনি। তা ছাড়া কৃষক তো চাল উৎপাদন করে না, চাল করে চাতাল মালিক, মিল মালিক। ফলে লাভবান হয় মিল মালিক, কৃষক নয়। কিন্তু বিগত দিনে সরকারি ক্রয় কেন্দ্রগুলো খোদ কৃষকের কাছ থেকে না কিনে দালাল-ফড়িয়াদের কাছ থেকে ধান কিনেছে। তাই কৃষক কমদামে দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী পাইকার, ফড়িয়া এবং সরকার দলীয় লোকদের কাছে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হতো।

কেউ কেউ বলেন, কৃষক মওশুমে ধান বিক্রি না করলেই পারে। পরে যখন দাম ভালো পাওয়া যাবে তখন বিক্রি করলে পারে। না, কৃষক তা পারেনা। কারণ ধান বিক্রি করেই তাকে সেচের টাকা, সারের টাকা, ব্যাংক, এনজিও মহাজনী ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়; কৃষি শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করতে হয়। ধান কেটে জমি ফেলে রাখা যায় না, নতুন করে চাষাবাদ শুরু করতে হয়। নতুন চাষাবাদের জন্যও টাকা লাগে। তাই সে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

আমাদের কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির একটা বড় কারণ সেচ ব্যয়। দেশের ৬৫–৭০ ভাগ সেচ ব্যবস্থাই এখনো ডিজেল চালিত সেচযন্ত্র নির্ভর। সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলে বিশেষ ভর্তুকি না থাকায় এই উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে এই খাতে ব্যয় সর্বাধিক। আমাদের দেশে সেচ ব্যয় ধান উৎপাদনের মোট ব্যয়ের ২৮%। যা ভিয়েতনামে ৬% থাইল্যান্ডে ৮% ও ভারতের মরুপ্রবণ পাঞ্জাবে ১৩%। সরকার নিজেকে কৃষকবান্ধব দাবি করলেও বরাদ্দ ও ভর্তুকি প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃপণ। অথচ কুইক রেন্টাল, রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টের এর জন্য ভর্তুকি দিতে টাকার অভাব হয় না।

দেশে ১৮ হাজার চালকলের মধ্যে ১৫ হাজারই এখন বন্ধ রয়েছে। এই চাতালের মালিকরা ধান কিনলে ধানের চাহিদা বাড়তো কিন্তু তারাও ধান কিনছে না। কারণ তারা ধান থেকে যে চাল তৈরি করে, সে চাল বিক্রি করতে পারছে না। বাজারে এখন প্রচুরপরিমাণ ভারতীয় চাল। শূন্য শুল্কে চাল আমদানির সুবিধা থাকার কারণে ব্যবসায়ীরা প্রচুর চাল আমদানি করছে। ভারতীয় চাল প্রতি কেজির আমদানিমূল্য ২২ থেকে ২৫ টাকা পড়ছে। আর সরকার–নির্ধারিত দরে ধান কিনে চালকলে ভাঙলে প্রতি কেজি চালের দর পড়ছে ৩০ থেকে ৩২ টাকা। ফলে ব্যবসায়ীরা আমদানির দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম ৩০ শতাংশ কমায় এবং অনকূল আবহাওয়ার কারণে ধানের উৎপাদন বেড়েছে। ফলে গত ছয় মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম কমেছে ১৫০ থেকে ২৫০ ডলার। এ পরিস্থিতিতে কৃষককে রক্ষা করতে প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার সরকার আমদানির ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের সরকার কৃষক রক্ষায় কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়নি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে বেসরকারিভাবে ১৩ লাখ ৭১ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছিল। চলতি অর্থবছরে চাল আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে ১৪ লাখ ৮ হাজার টন। এবছরের মার্চ পর্যন্ত ১০৫ কোটি ডলার বা ৮ হাজার কোটি টাকার চাল আমদানি হয়েছে। গতবছর এর পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি ডলার। যদিও মাত্র ৫০ হাজার টন চাল শ্রীলংকায় রপ্তানি করা হবে বলে মন্ত্রীরা ব্যাপক প্রচার করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন কৃষক বাঁচবে কী করে? সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ও অপরাপর কৃষক সংগঠনগুলো দাবি করেছে ধানের মূল্য মণ প্রতি ১০০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম বন্ধ করে প্রত্যেক ইউনিয়নে সরকারি ক্রয় কেন্দ্র খুলে ধানসহ কৃষি ফসল উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদন খরচের সাথে ৩০ ভাগ মূল্য সহায়তা দিয়ে সরকারিভাবে ফসল ক্রয় করা। ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ডে চাল-গম বিতরণ করা। উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দ করা। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, কৃষি উপকরণ (সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, কৃষিযন্ত্র, কীটনাশক, বীজ) সরবরাহে সরকারি ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং কৃষকদের ক্ষতিপূরণসহ কৃষি ঋণ মওকুফ। ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুরদের জন্য আর্মি রেটে পল্লী রেশনিং চালু করা। টিআর, জিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ ভাতা, প্রসূতি ভাতা, বিধবা ভাতাসহ বিভিন্ন গ্রামীণ কর্মসূচি ও প্রকল্প বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি-লুটপাট-দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে। সারা বছর কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। দেশের প্রধান খাদ্য ফসল ধানের আবাদ কৃষকের জন্য ক্রমাগত লোকসানের ঝুঁকিবৃদ্ধির ফলে আগামীতে এক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ কতটুকু ধরে রাখা যাবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে জনমনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ফলন ভালো হলে যেমন কৃষকের স্বপ্ন মার খায় আবার ফলন কম হলেও তার স্বপ্ন মার খায়। শাঁখের করাতের মতো সে দুদিকেই কাটা পড়ে।

সরকার কেন ধানের দাম বা চালের দাম কম রাখতে চায়? একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে লুটপাট-দুর্নীতির ফলে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে যেমন বিপুল সম্পদ জমা হয় অন্যদিকে শ্রমজীবী ও সীমিত আয়ের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। শাসকশ্রেণি মনে করে অন্ততঃ খাবার ব্যবস্থা থাকলে জনগণকে কোনভাবে শান্ত রাখা যাবে। তাই তারা জনগণকে বিভক্ত রাখার জন্যও এই অপকৌশল গ্রহণ করে। শ্রমজীবী মানুষ মনে করে দ্রব্যমূল্য যতই বাড়ুক চালের দাম তো কম আছে? এর ফলে শ্রমিকদের কম বেতনে কাজ করানো সম্ভব হয়। শহরকেন্দ্রীক বিক্ষোভকে প্রশমিত রাখা যায়। খাদ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের লাভকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করা যায়।

এ বছর বোরো ধান ২ কোটি টন ফলন হয়েছে। এর অর্ধেক পরিমাণ ধান যদি বাজারে বিক্রি হয়, বাকি অর্ধেক যদি কৃষক নিজে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে তা হলে ১ কোটি টন ধানের বাণিজ্যে কৃষকের লোকসান ১০ হাজার কোটি টাকা। কৃষকের লোকসান অর্থাৎ খাদ্য ব্যবসায়ীর লাভ। একদিকে খাদ্য আমদানির মাধ্যমে লাভ অন্যদিকে কৃষক ঠকিয়ে লাভ। ব্যবসায়ীদের এরকম সুবিধা দেয়ার কারণেই সরকারকে বলা হয় ব্যবসাবান্ধব সরকার।

অসংগঠিত কৃষক বেঁচে থাকার প্রয়োজনে চাষবাস করে। সে ধান ফলিয়ে লোকসান করে, সবজি চাষ করে পোষাণোর চেষ্টা করে কিন্তু সেখানেও ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে দাম পায় না। ফলে বাধ্য হয় ঋণ করতে। সেখানে ওৎপেতে আছে মহাজন, ঋণদানকারী এনজিও। এদের ঋণের জালে একবার আটকা পড়লে আর রেহাই নাই। জায়গা-জমি বিক্রি করে শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হয় ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছিন্নমূল হিসেবে অথবা দুঃস্থভাতার জন্য হাত পাততে বাধ্য হয়।

কিন্তু দেশের সুষম অর্থনীতির বিকাশ করতে হলে কৃষকের কৃষি উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকের হাতে টাকা থাকলে তবেই তো সে অন্যান্য পণ্য কিনবে।

দেশের শিল্পায়ন, কর্ম সংস্থান এ সব চিন্তা করলে কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা জরুরি। আর যদি কৃষক লোকসানের কারণে কৃষি উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এর ফলাফল হবে ভয়াবহ। এখন যে সস্তায় বা বিনাশুল্কে চাল আমদানি হচ্ছে তখন আন্তর্জাতিক খাদ্য ব্যবসায়ী-রা খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে এমন অবস্থা করবে যে টাকা দিয়েও খাদ্য পাওয়া যাবে না। ইন্টারনেট-ফেসবুক ছাড়াও বাঁচা যায় কিন্তু খাদ্য ছাড়া বাঁচা র কথা কি কেউ চিন্তা করতে পারেন?

তাই জনগণের সামগ্রিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে কৃষকদের নিয়ে এই সর্বনাশা খেলা বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকের পাশে সাধারণ মানুষেরও এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি উপকরণের দাম কমানো, ধান-সবজিসহ কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, খাদ্য ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট বন্ধ করা এবং খাদ্য শষ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবিতে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ধানের ন্যায্যমূল্য মণপ্রতি ১০০০ টাকা নির্ধারণ ও কৃষক রক্ষার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে জেলায় জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়।

বগুড়া : ৬ মে '১৫ বেলা ১১:৩০টায় শহরের সাতমাথায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন চলাকালে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বগুড়া জেলার সংগঠক অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টু। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সংগঠক শহিদুল ইসলাম, সাজেদা বেগম, শ্যামল বর্মন প্রমুখ। একই দাবিতে ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়।

রংপুর : ১৪ মে '১৫ সন্ধ্যা ৭টায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে চৌধুরাণী বাজারে বিক্ষোভ মিছিল শেষে স্থানীয় চৌরাস্তা মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সংগঠক আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, আব্দুল কুদ্দুস, জেলা বাসদ সদস্য মমিনুল ইসলাম, উপজেলা আহ্বায়ক হিমাংশু বর্মন হৃদয়, খাদেমুল ইসলাম প্রমুখ।

যে কৃষক-শ্রমিক দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের প্রতি সরকারের ভ্রুক্ষেপ নেই

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ ৪নং ভাংনী ইউনিয়ন-মিঠাপুকুর শাখার উদ্যোগে ৬ মে '১৫ হুলাশুগঞ্জ হাইস্কুল মাঠে নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে জনসভায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, জেলা বাসদ সমন্বয়ক আব্দুল কুদ্দুস, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি মমিনুল ইসলাম, মিঠাপুকুর উপজেলার বাসদ আহ্বায়ক আতিয়ার রহমান, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক সাদেক হোসেন প্রমুখ।

জনসভা শেষে জেলা বাসদ সমন্বয়ক আব্দুল কুদ্দুস বাসদের ৪নং ভাংনী ইউনিয়ন নগগঠিত কমিটি পরিচয় করিয়ে দেন। ১৩ সদস্যে বিশিষ্ট কমিটির আহবায়ক হলেন নূরুল ইসলাম নাহিদ ও সদস্য সচিব হলেন একতাজুর রহমান।

জনসভার পূর্বে লালপতাকা-ফেস্টুন-ব্যানারে সুসজ্জিত র‌্যালি বাজারসহ পার্শবর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ করে। জনসভা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১৮৫০ সালের পর থেকে এ আন্দোলন তীব্রতা পেতে শুরু করে। এ আন্দোলন শুধু আমেরিকায় নয়, যেখানেই শ্রমিকরা জোটবদ্ধ হয়েছে সেখানেই শক্তিশালী হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার গৃহনির্মাণ শ্রমিকরাও আওয়াজ তুলেছিল, ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা আমোদ-প্রমোদ ও ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম'।

আমেরিকায় ১৮৮৬ সালে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি বালটিমোরে মিলিত হয়ে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন গঠন করে। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে ৮ ঘণ্টা। কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্তর্জাতিক এর জেনেভা কংগ্রেস এই দাবি সমর্থন করে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার এক পর্যায়ে ১৮৮৬ সালের ১ মে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র শিকাগোতে শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ ধর্মঘট ভাঙ্গতে মালিক ও পুলিশের মিলিত আক্রমণে শ্রমিকের রক্ত ঝরে। রক্তেভেজা এই আন্দোলনের পর প্রহসনমূলকভাবে পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার এবং এঙ্গেলকে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু তাতে আন্দোলন স্থগিত হয়নি বরং ৮ ঘণ্টা কাজের দিন ঘোষণার দাবি আরো তীব্রতা নিয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্যারিসে জড়ো হন। এখানে আবার গড়ে উঠে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। এখানে সর্বসম্মতভাবে ১ মে তারিখটিকে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের স্মারক দিবস হিসেবে মে দিবস পালনের মাধ্যমে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

১৮৯৩ সালে মে দিবসে জুরিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে যে প্রস্তাব নেয়া হয় তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল, '৮ ঘণ্টার দাবিতে ১ মে'র যে শ্রমিক সমাবেশ, তা শ্রমিক শ্রেণির সুদৃঢ় সংকল্পের অঙ্গীকার; এই সংকল্প হলো সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্যের বিলোপ সাধন করা এবং এইভাবে শ্রেণি বৈষম্য বিলোপের মাধ্যমে সমস্ত জাতির শান্তির পথে আন্তর্জাতিক শান্তির একমাত্র সড়কে পদার্পণ করা।' এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হলো মে দিবসের অন্তর্নিহিত চেতনা।

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের শ্রমজীবী এবং পাকিস্তানবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষও মে দিবসকে গ্রহণ করেছিল ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির সাথে সাথে শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। স্বাধীনতার পর মে দিবস সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশে আইএলও কোর কনভেনশন ২৯, ৮৭, ৯৮, ১০০, ১০৫, ১১১ ও ১৮২ ধারা অনুসমর্থিত হয়েছে। ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয়নি এবং ৮ ঘণ্টার কাজের দাবির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ন্যায্য মজুরির দাবি আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। বেঁচে থাকারমতো মজুরি বা living wage এর জন্য শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে বারবার। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলেই উৎপাদন বাড়ছে, রপ্তানি আয় বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে কিন্তু শ্রমিকের মজুরি ন্যায়সঙ্গতভাবে বাড়ছে না। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। ফলে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়ছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বয়স যত বাড়ছে, আয় বৈষম্যও ততই বাড়ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ চিত্র বিশ্বের সর্বত্র। শুধু খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য প্রাপ্যতার চিত্র দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশ্বে ধান, গম ও ভুট্টা মিলে উৎপাদন হচ্ছে বার্ষিক ২৩০ কোটি টন। তাতে প্রতিটি মানুষের বার্ষিক ৩২৪ কেজি খাদ্য পাওয়ার কথা। কিন্তু অপুষ্টিতে ভুগছে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষ যাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। উৎপাদন ও বণ্টনের বৈষম্যমূলক চিত্র তাই সমস্ত ক্ষেত্রেই। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা বেড়েছে ২গুণ আর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৩গুণ। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অপুষ্টি কমেনি। অথচ এ বৈষম্য দূর করে মানবিক সমাজের প্রত্যাশাতেই তো শ্রম ঘণ্টা কমানোর দাবি উঠেছিল। ৮ ঘণ্টা কাজ করেই শ্রমিক এমন মজুরি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল যা দিয়ে সে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। মে দিবসের সে স্বপ্ন এখনও শ্রমিকের কাছে অধরাই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতিও ভিন্নতর কিছু নয়। বাংলাদেশের সস্তা শ্রমশক্তি আজ সবার কাছেই লোভনীয়। শ্রমশক্তির বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম। ৫ কোটি ৬৭ লাখ শ্রমসক্ষম মানুষের মধ্যে কৃষিতে ২ কোটি ৫৭ লাখ, শিল্প কারখানায় ৬৭ লাখ, পরিবহনে ৪০ লাখ, দোকান-হোটেল-রেষ্টুরেন্টে ৮৪ লাখ, নির্মাণ শিল্পে ২৬ লাখ, দিনমজুর হিসেবে ১ কোটি ৬ লাখ শ্রমিক আছে। এর মধ্যে গার্মেন্টসে কর্মরত ৪০ লাখ শ্রমিকের কথা বিভিন্ন ভাবেই উল্লেখ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার আইন সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেখানে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান কী এবং তারা কী পায় এটা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। না পাওয়ার বঞ্চনা থেকেই তো মে দিবসের জন্ম। আজও সেই না পাওয়ার বেদনা শ্রমজীবী মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এখন শ্রমজীবী মানুষের সামনে কাজ, কর্মঘণ্টা ও মজুরি প্রশ্নের সাথে সাথে আর একটি প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা হলো কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা। তাজরীন, রানা প্লাজা এবং সর্বশেষ মংলা সিমেন্ট কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু দেখিয়ে দিয়েছে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক কত নিরাপত্তাহীন। শ্রমিক যে কোন সময় যেমন ছাঁটাই হয়ে যেতে পারে, তেমনি জীবন হারাতে পারে এ আশঙ্কাও আজ প্রবল। কিন্তু সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ চাইলে শ্রমের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা আর জীবনের নিরাপত্তা তো প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

মে দিবস তাই প্রতিবছর একথাই মনে করিয়ে দেয়–

শ্রম ছাড়া কোন প্রকার উৎপাদন সম্ভব নয়, শ্রমের মর্যাদা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া উৎপাদনশীল মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ১৮৮৬ সালের সেই রক্তাক্ত মে দিবসের পর ১২৯ বছর পার হয়েছে। অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে শুধু শ্রমিকের অধিকার নয়, গণতন্ত্র, মানবাধিকার কোন কিছুই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মে দিবসে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি ছিল প্রকাশ্যে কিন্তু এর অন্তরালে ছিল শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আজও মে দিবস বিশ্বের দেশে দেশে সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রামে সকল শ্রমজীবী মানুষকে ডাক দিয়ে যায়।

মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালিত হয়।

ঢাকা : মহান মে দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১ মে সকাল সাড়ে ৯ টায় তোপখানা রোডে সমাবেশ, শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহেদুল হক মিলু, সহসভাপতি আবদুর রাজ্জাক ও খালেকুজ্জামান লিপন। সমাবেশ শেষে মিছিল তোপখানা রোড, পল্টন, প্রেস ক্লাব, কদমফোয়ারা প্রদক্ষিণ করে স্কপের সমাবেশ ও মিছিলে মিলিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ : ১ মে সকাল ৯টায় নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে

শ্রমিক সমাবেশ ও লালপতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক নিখিল দাস, শ্রমিক ফন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, জাহাঙ্গীর আলম গোলক, এমএ মিল্টন, জামাল হোসেন, এসএম কাদির, সাইফুল ইসলাম শরীফ প্রমুখ।

সাভার–আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল : গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট সাভার–আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল শাখার উদ্যোগে সাভার বাইপাইল স্ট্যান্ডএ বিকেল ৪ টায় শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সৌমিত্র কুমার দাস এর সভাপতিত্বে এবং আয়াতুল্লাহ খমিনির পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলু, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, হাসনাত কবীর, আবুল কালাম আজাদ, মফিজুল ইসলাম, তফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম : জেলা শাখার উদ্যোগে বিকেল ৪ টায় নতুন রেল স্টেশন চত্বরে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বাসদ সমন্বয়ক কমরেড মহিন উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আকরাম হোসেন, হেলাল উদ্দিন কবীর, রাফিউর রঞ্জন, নুরুল হুদা নিপু, আল কাদেরী জয়, সেলিম উদ্দিন ও পার্থ প্রতিম নন্দী।

নওগাঁ : জেলা শাখার উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ, পুরাতন ডিসি অফিসের সামনে বিকেল ৫ টায় জেলা সভাপতি কালিপদ সরকারের সভাপতিত্বে

এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক শমসের মোল্লার পরিচালনায় শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক কমরেড জয়নাল আবেদীন মুকুল, আলতাফুল হক চৌধুরী আরব, রতন সাহা রঘু, মঙ্গল কিসকু, দেবলাল ঢুডু, রবিউল ঢুডু, জয়ন্ত বর্মন ও আরমান হোসেন। সমাবেশ শেষে শহরে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে বিকেল ৪ টায় কুষ্টিয়ার মজমপুর সারথি চত্বরে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সংগঠক আশরাফুল ইসলাম। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কুষ্টিয়া জেলা আহবায়ক কমরেড শফিউর রহমান শফি, সদস্য সচিব মাসুদ হাসান, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর জেলা সভাপতি জামাল উদ্দিন ও রাশিব রহমান। সমাবেশের শুরুতে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

গাজীপুর : বিকেল ৫ টায় জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক রাহাত আহম্মেদ, সদস্য খাইরুল কবীর, খুরশিদ আলম মিথুন ও রিয়াদ তফসি। সমাবেশ শেষে শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদপুর : ১ মে '১৫ সকাল ১১টায় নতুন বাজারস্থ বাসদ কার্যালয়ে আবু তাহের বন্দুসীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক কমরেড শাহাজাহান তালুকদার, সদস্য নজরুল ইসলাম, মতিউর রহমান, সমর দাস, হৃদয় খান, আবু তাহের প্রমুখ। এছাড়াও রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, কামারখন্দ, শাহজাদপুর, রংপুর, বগুড়া, বরিশাল, সিলেট, বরিশাল, গাজীপুর, মৌলভীবাজার, শাহবাগ, উত্তরা, বাড্ডা, বনানীসহ বিভিন্ন অঞ্চলে র‍্যালি ও সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এর কর্মসূচি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে ১০ এপ্রিল '১৫ কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদান, কাজ-খাদ্য-রেশনিং এর দাবিতে হাটচকগৌরী-চৌমাসিয়া ২ মাইল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রা শেষে কালিপদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়নাল আবেদীন মুকুল, আশুতোষ, সমসের আলী মোল্লা, জয়ন্ত বর্মন প্রমুখ। উল্লেখ্য একই দাবিতে ৭ মে '১৫ বেলা ১১টায় নওগাঁ জেলার হাটচকগৌরী নওগাঁ–রাজশাহী মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন নওগাঁ জেলা বাসদ সমন্বয়ক জয়নাল আবেদীন মুকুল, কালিপদ সরকার, ডা. বিষ্ণুপদ সরকার, জয়ন্ত বর্মন, আত্তাব খান ও আশুতোষ মণ্ডল।

যশোর : সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট চৌগাছা উপজেলা শাখা ইউ এন ও বরাবর স্মারক লিপি পেশ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও মিছিল করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড আলাউদ্দীন । বক্তব্য রাখেন কমরেড শাহজাহান আলী, কমরেড আব্দুল মালেক, কমরেড আবুল কালাম আজাদ, কমরেড রফিউদ্দীন, কমরেড আক্তারুজ্জামান।

বেরোবিতে বন্ধ বাস চালু ও পরিবহন সংকট নিরসনে মানববন্ধন

হরতাল অবরোধের অজুহাত দেখিয়ে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস বন্ধ রাখায়, পরিবহন সংকট নিরসন, সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে পার্কে মোড় এলাকায় ওভার ব্রিজ স্থাপনসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ২৩ এপ্রিল সাড়ে ১২ টায় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। মানববন্ধন সমাবেশে উৎপল কুমার মহন্তের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন আহসান হাবীব। মানববন্ধন সমাবেশে আরো সংহতি জানায় ছাত্র ইউনিয়ন, উদীচী, বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির বিবৃতি :

প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছেন

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ সুন্দরবন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, গত ৩ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনধ্বংসী বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আবারো বিষোদগার করেছেন। তিনি একই সঙ্গে অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আন্দোলনকারীরা কেবলমাত্র ভারতের কারণেই এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধীতা করছে। আমরা বার বার বলেছি, যেসব প্রকল্প সুন্দরবনের জন্য ধ্বংসকারি তা ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন এমনকি যদি বাংলাদেশের কোন কোম্পানিরও হয় আমরা তার প্রবল বিরোধী। তিনি বলেছেন আন্দোলনকারীরা মানুষকে রক্ষা না করে কেবল পশু-পাখি রক্ষার আন্দোলনে নেমেছে। যে কোন সুস্থ মানুষই জানেন যে, সুন্দরবন শুধু যে অমূল্য অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ তাই নয়, এটি রক্ষার সাথে কোটি কোটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা জড়িত। প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করে। সুন্দরবন না থাকলে বাংলাদেশই অরক্ষিত হয়ে পড়বে। শুধুমাত্র ভারতের এনটিপিসি ও বাংলাদেশের ওরিয়ন কোম্পানির বিদ্যুৎ প্রকল্পই নয়, সুন্দরবনের জন্য হুমকিস্বরূপ আরো অনেক ধরনের অপতৎপরতা ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। সাইলো, সিমেন্ট কারখানা, ভূমিদস্যুদের তৎপরতা ছাড়াও সরকার এখন সুন্দরবনের কাছে বিমানবন্দর করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকারের তৎপরতা দেখে মনে হয় সুন্দরবনের গুরুত্ব বুঝতে তারা পুরোপুরিই অক্ষম।

ভুল তথ্য অস্বচ্ছতা এবং জবরদস্তি করে উন্নয়নের নামে, বিদ্যুতের নামে এমন সব প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে যা দেশকে এক ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে আরো লক্ষ্য করছি যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সব আলোচনার পথ বন্ধ করে, বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগকে অগ্রাহ্য করে সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে স্থলভাগের গ্যাস সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার সব আয়োজন করছে সরকার। অথচ দেশের স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাসসম্পদে শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করে উত্তোলন করলে বাংলাদেশ পরিবেশসম্মতভাবে ও সুলভে বিদ্যুতের যোগান দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু এরজন্য জাতীয় সংস্থার সুযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথে না গিয়ে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে সম্পদ ও কর্তৃত্ব; আর বিদ্যুতের সংকটের কথা বলে কমিশনভোগী ভয়াবহ তৎপরতায় পুরো দেশকে বহুমুখী সংকটে নিক্ষেপ করছে। জনস্বার্থ ও দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ উপেক্ষা করে দেশি-বিদেশি কতিপয়গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত সরকারের এসব তৎপরতার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা অবিলম্বে দেশবিরোধী সর্বনাশা সব তৎপরতা বন্ধ করবার দাবি জানাই।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালের পাশে দাঁড়ান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন Worldwide Nepalied Students' Organisation, Bangladesh এর সভাপতি ডা. রাকেশ সাহা, All Nepal National Independent Student's Union (Revolutionary) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. বিনয় ইয়াদেভ, WNSO এর সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা, বাংলাদেশে অধ্যায়নরত নেপালী ছাত্র মিথিলেস ইয়াদভ, রাহুল ঠাকুর। সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব রুমন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক নাসিরুদ্দিন প্রিন্স, অর্থ সম্পাদক রুখসানা আফরোজ আশা প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ দুর্যোগ পীড়িত নেপালের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানান। এবং সারাদেশের নেতা-কর্মীদের অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। যারা অর্থ সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি ২৩/২ তোপখানা রোড, (তৃতীয় তলায়) সংগঠনের কার্যালয়ে অথবা ০১৭১১২২৭৫১৯ বিকাশ নম্বরে অথবা নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে এই সহযোগিতা করার আহ্বান জানান হয়।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে বলা হয়, হিমালয়ের কোলের ছোট্ট প্রতিবেশী দেশ নেপাল এক ভয়াবহ সংকটকালীন সময় অতিক্রম করছে। গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ৭.৯ মাত্রার ভয়াবহতম ভূমিকম্পে নেপালের পর্যটন শহর পোখরা, রাজধানী কাঠমুন্ডুসহ বিস্তীর্ণ এলাকা ও জনপদ বিধ্বস্ত হয়েছে। নিহত আট হাজারের বেশি, আহত লক্ষাধিক, ক্ষতি অপূরণীয়। গ্রামের পর গ্রাম ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। নেপালের অনেক দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় এখনও কোনপ্রকার সাহায্য পৌঁছেনি। ভূমিকম্পের পর খাবারের অভাব এবং নানাবিধ রোগ ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক এখন নেপালের মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যেই কলেরায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পত্রিকায় এসেছে। এখনই প্রতিরোধ করা না গেলে তা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। নেপাল আজ কাঁদছে। নেপালি জনগণের এই কান্না আমাদের সবাইকে আবেগাপ্লুত করেছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ভূমিকম্পে নিহত জনগণের জন্য শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি। নেপালের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সাথে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাদের মাধ্যমে আমরা নেপালের জনগণের সাথেও একাত্ম। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমরা ব্যাথিত। আমরা জানি আমাদের সামর্থ্য সীমিত। কিন্তু সামর্থ্যের কথা বলে আমরা আমাদের দায়িত্ববোধকে আড়াল করতে চাই না। আমরা নেপালের জনগণের এই বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই।

তাই সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান–আসুন, দুর্যোগ পীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াই। আমরা বাংলাদেশে অধ্যয়নরত নেপালি ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে আমাদের আর্থিক সহায়তা নেপালের কাছে পৌঁছাতে চাই। ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাছ থেকে আমরা এই সহযোগিতা সংগ্রহ করব এবং বিভিন্ন এলাকায় গণমানুষের কাছ থেকে আমরা অর্থ সংগ্রহ করব। সার দেশের ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান– শ্রম ও অর্থ দিয়ে নেপালে মানবতার এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করবেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এই কর্মসূচির কথা আপনাদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও প্রহসনের সিটি নির্বাচনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশে অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করলেও, নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের হিসাব দাঁড় করাতে পারছে না। জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে শাসক দল নির্বাচনকে ভোট ভাগাভাগির ঘটনায় পরিণত করেছে। ভেটের আগের রাতে ক্ষমতাশীনরা কেন্দ্রে ঢুকে ব্যালট ভরে রেখেছিল। এটা একটা ভয়াবহ জালিয়াতি। ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের অনিয়ম তদন্ত হবে জানিয়েছে; অন্যদিকে ফলাফল ঘোষণার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে তড়িঘড়ি করে গেজেট প্রকাশ করায় অনিয়ম তদন্তের আর কোন সুযোগ থাকলো না। এসব বক্তব্য প্রতারণামূলক ও জনগণের সাথে তামাশার শামিল। জনগণের অধিকার নিয়ে তামাশা চলেনা। মানুষ এই ঘটনা মেনে নিবেনা। দেশের মানুষের কাছে নির্বাচন ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, এটা একটা হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিদেশি কূটনীতিকরাও একে অস্বচ্ছ নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছে।

তিনি আরো বলেন, লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নেবে বাসদ-সিপিবি জোট। ভোটাধিকার হরণ ও প্রহসনের নির্বাচনের প্রতিবাদে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাসদ-সিপিবি জনগণের সেই আন্দোলনে সব সময় সামনের কাতারে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, ভোটাধিকার হরণ ও প্রহসনের নির্বাচন ছিল পূর্বপরিকল্পিত। আগে শাসকরা জনগণের অনেক অধিকারই কেড়ে নিয়েছে এবার ভোটাধিকারও কেড়ে নেওয়া হলো। ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ বারে বারে রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতেই সরকার জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও প্রহসনের নির্বাচন করেছে।

সমাবেশে কমরেড সেলিম আরো বলেন, '৯০-এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু ক্ষমতার নোংরা খেলায় ব্যস্ত দুই দল জনগণের অর্জিত সেই ভোটাধিকারকে কলঙ্কিত ও ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন করেছে। বুকের রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে যে ভোটাধিকার জনগণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সিটি নির্বাচনে তাকে পদদলিত করা হয়েছে। জনগণ হাসিনা বা খালেদার কথায় আর চলবে না। নিজেদের অভিজ্ঞতায়ই অধিকার আদায়ে তীব্র লড়াই গড়ে তুলবে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা জনগণের ভোটাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে 'নির্বাচিত' হয়েছেন বলে দাবি করছেন, তাদের দ্বারা পরিচালিত অবৈধ সিটি কর্পোরেশনে জনগণ কেন ট্যাক্স দেবে?

কমরেড বজলুর ফিরোজ বলেন, শাসকশ্রেণি জনগণকে ভয় পায়। জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য তারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়ায়। জনগণের ভোটাধিকার বারে বারে কেড়ে নেয়। পাকিস্তান আমলে, এমন কি স্বাধীনতার পরেও ভোটাধিকারের জন্য জনগণকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আবারও ভোটাধিকার গণতন্ত্রের জন্য তীব্র লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

কমরেড কাফি রতন বলেন, 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব'-এই শ্লোগান নিয়ে আমরা সিপিবি সারাদেশ থেকে পদযাত্রা করেছি। জনগণের ভোটাধিকারের জন্য আমরা দীর্ঘদিন লড়াই করেছি। সিটি নির্বাচনে যেভাবে ভোট ডাকাতি ও জালিয়াতি হয়েছে, তাকে ধিক্কার জানাই। এই সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় সেটা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

কমরেড শম্পা বসু বলেন, নির্বাচন কমিশন যে মেরুদণ্ডহীন সেটা আবারও প্রমাণিত হলো। কোন অভিযোগই তারা বিবেচনায় নেয়নি। অভিযোগ খতিয়ে না দেখেই তারা গেজেট প্রকাশ করেছে। ভোটাধিকার হরনের প্রতিবাদে, সিটি নির্বাচন বাতিল এবং নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে ১৬ মে '১৫ বাসদ-সিপিবির উদ্যোগে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ এবং কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেঅনুযায়ী ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল সাড়ে ৪ টায় বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠি সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন। সমাবেশটি পরিচালনা করেন সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. সাজেদুল হক রুবেল।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরানা পল্টনে এসে শেষ হয়।

অনন্ত দাশ বিজয়ের খুনীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন-সমাবেশ

বিজ্ঞান লেখক ও 'যুক্তবাদী' পাত্রকার সম্পাদক অনন্ত দাশ বিজয়ের খুনীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে ১৫ মে শুক্রবার সকাল ১০:৩০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন-সমাবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি অনন্ত ধামাই, গণজাগরণ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক জীবনানন্দ জয়ন্ত, ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রুবেল, ইডেন কলেজ শাখার সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। সমাবেশ পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। সমাবেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ড. হুমায়ন আজাদ হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু হয়ে ড. অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর বাবুসহ অনেক মুক্ত চিন্তার মানুষ, বিজ্ঞানমনষ্কদের হত্যা করা হলেও আজ পর্যন্ত কোন হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হয়নি। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। সরকার কোনভাবেই এই বিচারহীনতার দায় থেকে মুক্তি পাবে না।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে অনন্ত দাশ বিজয়, ড. অভিজিৎ রায়সহ মুক্তচিন্তার মানুষদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

একই দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের উদ্যোগে সারাদেশে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

রানা প্লাজা ধসের দুই বছর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, কার্যকর পুনর্বাসন ও দায়ীদের শাস্তি
২৪ এপ্রিল কে গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস ঘোষণা কর

(শেষের পৃষ্ঠার পর) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট তার প্রস্তাবনায় Fatal accident Act এর আলোকে ১৮৫৫ Lost of earning অনুযায়ী আজীবন আয়ের পরিমাণ হিসাব করে ক্ষতিপূরণের হিসেব উল্লেখ করেছে–

ধরা হয়েছে মৃত শ্রমিকদের গড় বয়স ২৫ বছর। শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬০ বছর। তা হলে সে আরও ৩৫ বছর চাকরি করতে পারতো।

ধরি, মৃত্যুকালীন সময়ে তার মজুরি ছিল ৫ হাজার টাকা। ৩৫ বছর পর তার মজুরি ১৫ হাজার টাকার বেশি হতো। গড়ে যদি মজুরি হিসাব করা হয় তা হলে মাসিক মজুরি হতো ১০ টাকা। অকস্মাৎ মৃত্যু না হলে সেই শ্রমিক বাকি ৩৫ বছরে ৩৫ × ১০০০০ × ১২ = ৪২০০০০০ বা ৪২ লাখ টাকা আয় করতো। ১০ বছরের বেশি চাকরি করলে অবসরের সময়ে দেড়টি গ্রাচুইটি পেত। গ্রাচুইটি বাবদ প্রাপ্য = ৩৫ × ১.৫ × ১০০০০ = ৫২৫০০০ টাকা তাহলে শ্রমিক পরিবারের প্রাপ্য দাঁড়ায় = ৪২০০০০০+৫২৫০০০ = ৪৭,২৫,০০০ টাকা। আমরা মনে করি জীবনের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। তবুও মৃত শ্রমিকের পরিবার এ টাকা পেলে অন্তত টিকে থাকার অবলম্বন পায়। আর সরকার ও মালিক সতর্ক হতো যাতে ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা এড়ানো যায়। এখানে উল্লেখ করা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মৃদুল সরকার ল্যাব এইডে অবহেলার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করলে হাই কোর্ট তার পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

আসুন শ্রমের দাম ও জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শক্তিশালী করি।

রানা প্লাজা ধসেরমতো সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার দুই বছর পরও শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনকে ক্ষতিপূরণ ও দায়ীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানাতে হচ্ছে। ধনীক শ্রেণির দলগুলো যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায়বোধ থেকে শ্রমিকদের অধিকার দিবেনা, শ্রমজীবী মানুষকেই তার নিজস্ব শক্তি নির্মাণ করতে দাবি আদায় করে নিতে হবে। সেই লক্ষে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট রানা প্লাজা ভবনধসের ২ বছর পূর্তিতে নানা কর্মসূচি পালন করে।

রানা প্লাজাসহ ভবনধস আজীবন আয়ের সমান ৪৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৪ মার্চ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন। বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, ইমাম হোসেন খোকন, জুলফিকার আলী, আবু নাঈম খান বিপ্লব, জাহাঙ্গীর আলম গোলক, এসএম শরীফ ও এসএম কাদির। সমাবেশ শেষে শ্রমমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। নেতৃবৃন্দ গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উত্থাপিত নিম্নোক্ত দাবিসমূহ মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোরদাবি জানায়।

● ২৪ এপ্রিল কে রাষ্ট্রীয়ভাবে গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস ঘোষণা করতে হবে ● শ্রমিক হত্যার জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান কর ● রানা প্লাজাসহ ভবনধস ও অগ্নিকাণ্ডে গার্মেন্টস কারখানায় ক্ষতিগ্রস্ত-নিহত-আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ (আজীবনের আয়ের সমপরিমাণ ৪৮ লাখ টাকা) নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে ● রানা প্লাজা ভবনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে শহীদ বেদি ও শ্রমিক কলোনি নির্মাণ করতে হবে। কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি কর; জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১৩০০০ টাকা ঘোষণা কর।

ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও ভবনধসে দায়িদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট

কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল সকাল ৯ টায় জুরাইনে কবরস্থানে নিহত শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, ইমাম হোসেন খোকন, আবু নাঈম খান বিপপ্লব, মনির হোসেন মলি, এসএম কাদির, এম এ মিল্টন এবং গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সহসম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, হাসনাত কবীর ও শরীফ হোসেন।

রানা প্লাজার সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও সমাবেশ

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৮টায় রানা প্লাজার সামনে অস্থায়ী বেদিতে পুষ্পমাল্য

অর্পণ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জাহেদুল হক মিলু সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আহসান হাবীব বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, সদস্য আহমেদ জীবন, মফিজুল ইসলাম, শেখ নুরুন্নবী প্রমুখ।

আশুলিয়ায় শ্রমিক সমাবেশ

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট আশুলিয়া শাখার উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল বিকেল ৫ টায় আশুলিয়া মোড় টেম্পেস্ট্যান্ডএ শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আশুলিয়া শাখার সভাপতি মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহেদুল হক মিলু, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবীব বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, শেখ নুরুন্নবী, আহম্মেদ জীবন প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ শহীদ মিনারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

২৪ এপ্রিল বিকেল ৪ টায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয়

শহীদ মিনারে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি সেলিম মাহমুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক নিখিল দাস, শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, জাহাঙ্গীর আলম গোলক, এস এ কাদির, এম এ মিল্টন, কবীর হোসেন, হাসনাত কবীর, নুর হোসেন প্রমুখ।

গাজীপুর : গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল বিকেল ৫টায় চৌরাস্তায় শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি খাইরুল কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক রাহাত আহম্মেদ, আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, খুরশিদ আলম মিথুন, রিয়াদ তফসি প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জের গাবতলী : উপরোক্ত দাবিতে ৬ এপ্রিল সকাল ৭:৩০-৯:০০টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের গাবতলী আমানা গার্মেন্ট এর মোড়ে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট গাবতলী পুলিশ লাইন অঞ্চলের সভাপতি সাইফুল ইসলাম শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, জেলার সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, শহীদুল ইসলাম, মোফাজ্জল হোসেন, সুমন প্রমুখ, সমাবেশে সঞ্চালনা করেন জেলার সহসাধারণ সম্পাদক হাসনাত কবীর।

সেনসিবল ফ্যাশন লি. এর কারখানা খুলে দেওয়া দাবিতে বিকেএমইএর সামনে বিক্ষোভ

১৮ মে বেলা ১২টায় বিকেএমইএ এর সম্মুখে সেনসিবল ফ্যাশন লি. এর শ্রমিকরা বিক্ষোভ সমাবেশ ও শহরে মিছিল করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নারায়ণগঞ্জ

জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম শরীফ, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাসনাত কবীর।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সেনসিবল ফ্যাশন লি. ২ মাসের বেতন বকেয়া রেখে বে-আইনীভাবে গত ২৫ এপ্রিল কারখানাটি বন্ধ করে দেয়। এর পর থেকে শ্রমিকরা কারখানা খুলে দেওয়া এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন করে যাচ্ছে। শ্রমিকরা শ্রম দপ্তর, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও বিকেএমইএর নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। শ্রমিকরা তাদের পাওনা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সেনসিবল ফ্যাশন লি. এর পরিচালনা পরিষদের বিরুদ্ধে ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু ১ মাস হতে চলল এখন পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি এবং মালিক কর্তৃপক্ষের কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। গত ৬ মে বিকেএমইএর সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করলে বিকেএমইএর সভাপতি এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। শ্রমিকরা চাকরি হারিয়ে, বেতন ভাতা না পেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর দিনযাপন করছে। অনেক শ্রমিকদের বাসায় বাড়িওয়ালা তালা লাগিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকরা সেখানে রাস্তা-ঘাটে রাত্রি যাপন করছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শ্রমিকদের কারখানা খুলে দেয়া এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের জোর দাবি জানান। অন্যথায় শ্রমিকরা দাবি আদায়ে রাস্তা অবরোধ এবং আমরণ অনশনের মতো কঠিন কর্মসূচি দিয়ে দাবি আদায় করবে বলে হুশিয়ার করে দেন।

ছাত্র ফ্রন্ট সাভার উপজেলা শাখার সম্মেলন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সাভার উপজেলা শাখার সম্মেলন ১০ এপ্রিল বিকাল ৩:৩০টায় রানা প্লাজা শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। উদ্বোধন শেষে একটি সুসজ্জিত মিছিল সাভারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সাভার প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়। প্রেস ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা মহানগর কমিটি সদস্য সচিব জুলফিকার আলী, সাভার উপজেলার সমন্বয়ক সৌমিত্র কুমার দাস, ছাত্রনেতা নাসির উদ্দিন প্রিন্স, মৈত্রী বর্মণ, মাসুক হেলাল অনিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফ্রন্ট সাভার উপজেলার সংগঠক আয়াতুল্লাহ খমেনি। আলোচনা সভা শেষে আয়াতুল্লাহ খমেনিকে সভাপতি, আরিফ রহমান কে সহসভাপতি, জয় হাসান অপুকে সাধারণ সম্পাদক ও ইমাম মুত্তাকিন কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে সাভার উপজেলার ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। আলোচনাসভা শেষে পরিবেশিত হয় চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিবেশনায় নাটক 'রাহুর গ্রাস'।

ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার উদ্যোগে ১৮ মে '১৫ সকাল ১১ টায় কলেজ অডিটরিয়ামে পাঁচশতাধিক ছাত্রীর অংশগ্রহণে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ শাখার সভাপতি মুক্তা বাড়ৈর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিথ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব রুমন, সদস্য ডা. মনীষা চক্রবর্তী, কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়শ্রী রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক নবীনা আক্তার প্রমুখ। আলোচনাসভা শেষে নবীন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র
● মে-জুন ২০১৫
● Website: www.vanguardonline.info
● ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৮২২০৬

সুন্দরবনে সারবাহী জাহাজ ডুবির ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও বিচার অবিলম্বে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক নৌরুট বন্ধ, ব্যর্থ নৌমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

৫ মে '১৫ সুন্দরবনে প্রায় ৫০০ টন রাসায়নিক সারবাহী জাহাজ ডুবির ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং অবিলম্বে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক নৌরুট বন্ধের দাবিতে ৮ মে সকাল ১০:৩০ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্থপতি সুব্রত সরকার এর পরিচালনায় উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা, প্রকৌশলী শম্পা বসু, অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লা, আব্দুর রাজ্জাক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু, মৈত্রী বর্মণ, দেব মণ্ডল, বেলাল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘদিন থেকে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক নৌ চলাচল বন্ধের দাবিতে এদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন, পরিবেশবাদী সংগঠন, প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক জনগণ আন্দোলন করে আসলেও কর্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত করেনি। গতবছর ৯ ডিসেম্বর সাড়ে তিন লাখ লিটার ফার্নেস তেলবাহী জাহাজ ডুবির পর এদেশে এমনকি সারাবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তখন আন্দোলনের চাপে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। এবং ড্রেজিং করে আগামী জুন মাস থেকে ঘাসিয়াখালি নৌপথ পুনরায় চালু করার ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু মাত্র এক মাস বাকি থাকলেও ড্রেজিং এর কাজ শতকরা ১০ ভাগও সম্পন্ন হয়নি। সুন্দর বনে এখন পর্যন্ত ৪টি নৌযান ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

নেতৃবৃন্দ সুন্দরবনের সকল জাহাজ ডুবির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিচারের দাবি জানান এবং একের পর এক নৌ দুর্ঘটনায় পরও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় নৌমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালের পাশে দাঁড়ান– বিপন্ন মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন নেপাল-বাংলাদেশ প্রগতিশীল ছাত্র ঐক্য

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালের পাশে দাঁড়ান, বিপন্ন মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন–এই শ্লোগান সামনে রেখে ২ মে বেলা ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে 'নেপাল-বাংলাদেশ প্রগতিশীল ছাত্র ঐক্য'। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ

মানুষের চারপাশে যা কিছু তা সবসময়ই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। কিছু পরিবর্তিত হয় প্রাকৃতিক কারণে, কিছু পরিবর্তিত হয় মানুষের শ্রমে। রুক্ষ মাটি মানুষের শ্রমেই আবাদযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক লোহা পরিণত হয় ইস্পাতে, ইস্পাত থেকে ছুরির ফলায়, কয়লা-তেল-গ্যাস পরিণত হয় শক্তিতে, বিষ পরিণত হয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধে। মানুষের শ্রমের ফলেই ৭০০ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, বিদ্যুতের আলো, যানবাহন, বাসস্থান সৃষ্টি করা ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি এখনও প্রশ্ন করা হয় কাউকে যে, সবচেয়ে অপছন্দের বিষয় কি? তাহলে সাধারণভাবে যে উত্তর আসবে তা হলো 'পরিশ্রম করা'। আবার ঠিক উল্টো প্রশ্ন করলে, সবচেয়ে পছন্দের বিষয় কি? তার উত্তর আসবে 'পরিশ্রম না করে সহজে কিছু পাওয়া।' যে শ্রমের মাধ্যমে জীবন ধারণের সব উপকরণের সৃষ্টি সেই শ্রমের প্রতি মানুষের এই নেতিবাচক ধারণা কেন? উত্তর খুঁজতে গেলেই ইতিহাস শিক্ষকের মতো দেখিয়ে দেয় একদল মানুষ যখন অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করতে শুরু করেছে তখন থেকেই শ্রমের প্রয়োজন বেড়েছে এবং মর্যাদা কমেছে। যারা উদয়াস্ত শ্রম করে অন্যের জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সহজ করে তাদের কাছে শ্রম করা অভিশাপেরমতো। আর যারা অন্যের শ্রমে রাজা-বাদশার মতো জীবন-যাপন করে তাদের কাছে শ্রম ছোট লোকের কাজ। এই ধারণা আদিমকাল থেকে চলে এসেছে।

ফরাসি বিপ্লব মানুষের চিন্তার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এরপর শিল্প বিপ্লব দেখালো মানুষের শ্রমে কী অসাধ্য সাধন করা যায়। এডাম স্মিথের Law of Value এবং ডেভিড রিকার্ডোর Labour theory of value এবং কার্ল মার্ক্সের Theory of surplus value শ্রমের মূল্য, শ্রমিকের মর্যাদা ও অবদান সম্পর্কে যেমন ভাবিয়ে তুললো তেমনি শ্রমিকরাও তাদের জীবনের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করলো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এমনকি চৌদ্দ, ষোল, আঠার ঘণ্টা বাধ্যতামূলক কাজের যে বিধান চালু ছিল তা শ্রমিকের জীবনকে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে ফেলে রেখেছিল। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবিতে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট হয়েছে। দুনিয়ার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়নের জন্ম ১৮২৭ সালে, গৃহনির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের এক ধর্মঘটের মাধ্যমে, তা ছিল ১০ ঘণ্টা কাজের দাবিতে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্যান বুরেনের আমলে সরকারি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য দশ ঘণ্টা কাজের দিন বেধে দেয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের নিয়ম চালু করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

রানা প্লাজা ধসের দুই বছর
ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, কার্যকর পুনর্বাসন ও দায়ীদের শাস্তি
২৪ এপ্রিল কে গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস ঘোষণার দাবি

২৪ এপ্রিল '১৫ রানা প্লাজা ভয়াবহ ধসের দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে ১১৩৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে, নিখোঁজ হয়ে যায় ৩০০ জনের অধিক এবং আহত ২৫০০ শ্রমিক। সাভার বাজারের কাছে একটি ডোবা ভরাট করে ৫তলা ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হয়েছিল ৯তলা রানা প্লাজা। এর নিচ তলায় মার্কেট, ব্যাংক আর উপরে ছিল ৫টি গার্মেন্টস কারখানা। আগের দিন ভবনে ফাটল দেখা দেয়ায় শ্রমিকরা ভয়ে কাজ রেখে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু গার্মেন্টস মালিকরা পরদিন এই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে শ্রমিদের হাজিরা-বোনাস কেটে নেয়া, আর ছাঁটাই এর ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে কারখানায় যেতে। তারপর সকালে মুহূর্তেরমধ্যে ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। হাজার হাজার শ্রমিকের আর্তনাদ, আটকে পড়া শ্রমিক ও তাদের স্বজনের আহাজারীতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য! অসংখ্য শ্রমিক মৃত্যুরকোলে ঢলে পড়ে। হাত পা কেটে বের করা হয়েছে অনেককে। অনেক মা পেটের সন্তানসহ থেতলে গিয়েছে। উদ্ধারকর্মীদের প্রাণপন চেষ্টার ফলে যারা জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হতে পেরেছে, গত দুই বছর তারা বেঁচে আছেন অসহ্য যন্ত্রণা আর ভয়াল স্মৃতি নিয়ে।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের কী বিচার হবেনা? কেউ জানেনা বিচার এখন কোন পর্যায়ে। রানা প্লাজা ছাড়া আরও ২১৮ টি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধসের ঘটনায় এপর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ২৫০০ এর অধিক শ্রমিক। তারা যেমন ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায় নাই, তেমনি শাস্তিও পায়নি কোন মালিক। ঘটনাগুলো শুধু শ্রমিক মৃত্যুর ইতিহাসে ঠাঁই নিয়েছে। যে সরকারি কর্মকর্তা ভবন ও কারখানার অনুমতি দিল, যে পরিদর্শক কারখানা পরিদর্শন করলো তাদের কী কোন অপরাধ নাই? কারখানা আইন কতটা সেখানে মানা হয়েছে? হয়েছে শুধু এদের দায়মুক্তি। সবকিছুতেই ছিল অনিয়ম আর এর বলি হলো শ্রমিকরা।

২৪ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয় যে গার্মেন্ট শ্রমিকের শ্রম-ঘামে তাদের প্রতি সরকার কী দায়িত্ব পালন করেছে? রানা প্লাজায় অবস্থিত ৫টি গার্মেন্টএ আমেরিকা ইংল্যান্ড, কানাডা, স্পেন, জার্মানসহ বিভিন্ন দেশের ২৯টি কোম্পানির পোশাক তৈরি হোত। এদেরও কী কোন দায়িত্ব নেই? শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য চার কোটি ডলার বা প্রায় ৩২০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করার কথা ছিল। এরমধ্যে ডোনার ট্রাস্ট ফান্ডে ১৪৩ কোটি টাকা জমা পড়েছে। সংসদে মতিয়া চৌধুরী বলেছিলেন ত্রাণ তহবিলে ১২৭ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। এসব টাকা কী শ্রমিক ও তাদের পরিবারে বিতরণ হয়েছে? যে মালিকরা দুনিয়া ঘুরে সস্তা শ্রমিকের খোঁজে বাংলাদেশে এসেছিলেন, প্রচুর মুনাফা করেছেন, ক্ষতিপূরণ তাদেরকেও দিতে হবে।

শ্রমিকরা যথার্থ ক্ষতিপূরণ চায় অনুদান বা করুণা নয়

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন হিসেব দিয়েছে। আইএলও হিসেব দিয়েছে ২৮ লাখ টাকা। ক্ষতিপূরণের হার কত হবে তার একটি প্রস্তাবনা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। (৭ম পৃ: দেখুন)

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : জাহেদুল হক মিলু কর্তৃক ২৩/২, তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৯৫৮২২০৬, ০১৭২৬৫০০৭২১, E-mail : mail@vanguardonline.info